Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Falgun 13, 1432 Bangla, February 26, 2026, Thursday, No. 57, 56th year

H I G H L I G H T S

President Mohammed Shahabuddin and Prime Minister Tarique Rahman have paid tribute to the martyrs of the Pilkhana BDR carnage marking Jatiya Shaheed Sena Dibas. [Jago FM: 14]

The government will not form any new investigation commission over the 2009 Pilkhana carnage ---- said Home Minister Salahuddin Ahmed. [BBC: 03]

57 army officers were killed in BDR carnage in an attempt to break the morale of Bangladesh Army--- said Minister for LGRD & Cooperatives Mirza Fakhrul Islam Alamgir. [Jago FM: 14]

US Representative Grace Meng has congratulated Tarique Rahman on assuming office as PM of BD. She expressed her desire to continue working to further strengthen relationship between US & BD in future. [Jago FM: 15]

Shushashoner Jonno Nagorik - Sujan has commented that the 13th National Parliament election was overall "transparent, free from manipulation and credible." [Jago FM: 15]

Rajshahi Range Police DIG Mohammad Shahjahan has given 'special instructions' to show that Awami League leaders and activists who have been released on bail from the court are being arrested in another case. [BBC: 05]

The government is seeking to legalize and hold accountable agents or middlemen, also known as 'brokers', who assist in the exchange of money at passport offices by registering them. [BBC: 07]

A court has sent Barisal District Bar Association President Sadiqur Rahman Lincoln to jail in a case of disturbance and vandalism in the court. [Jago FM: 16]

A Dhaka court has sentenced Jubo League leader Ismail Hossain Chowdhury Samrat to 20 years in prison in a case over illegal wealth accumulation and money laundering. [BBC: 03]

The direct international bus service linking Agartala and Kolkata via Dhaka has resumed after a hiatus of more than a year and a half. [DW: 10]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ফাল্গুন ১৩, বাংলা ১৪৩২, ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০২৬, বৃহস্পতিবার, নং- ৫৭, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

পিলখানা ট্র্যাজেডির শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। [জাগো এফএম: ১৪]

পিলখানা হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিএনপি সরকার নতুন আর কোনো তদন্ত কমিশন করবে না --- জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। [বিবিসি: ০৩]

সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে দিতেই বিডিআর বিদ্রোহে ৫৭ সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয় --- মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। [জাগো এফএম: ১৪]

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্য গ্রেস মেং। ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক আরও জোরদার করতে কাজ চালিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি। [জাগো এফএম: ১৫]

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামগ্রিকভাবে স্বচ্ছ, কারসাজিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন। [জাগো নিউজ: ১৫]

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ার অন্য মামলায় গ্রেফতার দেখানোর বিষয়ে 'বিশেষ নির্দেশনা' দিয়েছেন রাজশাহী রেঞ্জ পুলিশের ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহান। [বিবিসি: ০৫]

পাসপোর্ট অফিসে অর্থের বিনিময়ে সহায়তাকারী এজেন্ট বা মধ্যস্থতাকারী, যারা 'দালাল' নামেও অনেকের কাছে পরিচিত, তাদের নিবন্ধনের মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে চাইছে সরকার। [বিবিসি: ০৭]

আদালতে হট্টগোল ও ভাঙচুরের মামলায় বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি সাদিকুর রহমান লিংকনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। [জাগো নিউজ: ১৬]

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থপাচারের দুই ধারায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখার সাবেক সভাপতি ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে ঢাকার একটি বিচারিক আদালত। [বিবিসি: ০৩]

দেড় বছরেরও বেশি সময় বন্ধ থাকার পর আবারও চালু হলো ঢাকা-আগরতলা-কলকাতা সরাসরি আন্তর্জাতিক বাস সেবা। [ডয়চে ভেলে: ১০]

বিবিসি

ফিতরা সর্বনিম্ন ১১০ ও সর্বোচ্চ ২৮০৫ টাকা

এ বছর বাংলাদেশে ফিতরার হার নির্ধারণ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। জনপ্রতি সর্বোচ্চ দুই হাজার ৮০৫ টাকা এবং সর্বনিম্ন ১১০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আজ বুধবার সকালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররম সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় ফিতরা নির্ধারণ কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে ইসলামী শরিয়া মতে আটা, যব, কিসমিস, খেজুর ও পনির ইত্যাদি পণ্যের যে কোনো একটি দিয়ে ফিতরা আদায় করা যায়। গম বা আটা দিয়ে ফিতরা আদায় করলে অর্ধ সা' বা এক কেজি ৬৫০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ১১০ টাকা দিতে হবে। যব দিয়ে আদায় করলে এক সা' বা তিন কেজি ৩০০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ৫৯৫ টাকা, খেজুর দিয়ে আদায় করলে এক সা' বা তিন কেজি ৩০০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য দুই হাজার ৪৭৫ টাকা, কিসমিস দিয়ে আদায় করলে এক সা' বা তিন কেজি ৩০০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য দুই হাজার ৬৪০ টাকা ও পনির দ্বারা আদায় করলে এক সা' বা তিন কেজি ৩০০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য দুই হাজার ৮০৫ টাকা ফিতরা দিতে হবে। দেশের সব বিভাগ থেকে সংগৃহীত আটা, যব, খেজুর, কিসমিস ও পনিরের বাজার মূল্যের ভিত্তিতে এই ফিতরা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। মুসলমানরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এসব পণ্যের যে কোনো একটি পণ্য বা এর বাজার মূল্য দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে পারবেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ এলিনা)

পিলখানা হত্যাকাণ্ড নিয়ে নতুন আর কোনো তদন্ত কমিশন করবে না সরকার, জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

পিলখানা হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিএনপি সরকার নতুন আর কোনো তদন্ত কমিশন করবে না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। "অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে একটি স্বাধীন জাতীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের রিপোর্ট আমাদের সামনে আসছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় এই রিপোর্ট বাস্তবায়নে তেমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি,„ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস। এই রিপোর্টটা পুরো না দেখেই এর আগে যে মন্তব্য করেছেন তা সংশোধন করতে চান উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আমরা নতুন করে আর কোনো তদন্ত কমিশন করবো না। যেহেতু জাতীয় একটা স্বাধীন তদন্ত কমিশন দক্ষ ও উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হয়েছে, তাদের রিপোর্টে আমি এক নজরে যা দেখেছি তাতে যে সমস্ত সুপারিশমালা এসেছে তা প্রায় ৭০টি„। আজ বুধবার বনানী সামরিক কবরস্থানের সামনে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। অন্তর্বর্তী সরকারের জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশনের সুপারিশ ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "বিচারাধীন যে মামলাগুলো আছে, কিছু আপিল পর্যন্ত, কিছু আপিলেড ডিভিশনে হয়তো আছে। জুডিশিয়াল প্রসেসটা সমাপ্ত করা হবে আর অন্যান্য যে রিকমেন্ডেশনস আছে এগুলো আমরা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করবো„। প্রসঙ্গত, এর আগে গত সোমবার এক ব্রিফিংয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পিলখানায় সংঘটিত ২০০৯ সালের বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা পুনঃতদন্ত করতে নতুন করে কমিশন গঠন করতে চায় সরকার। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, "এটার জন্য আরেকটা তদন্ত কমিশন গঠন করার কথা বলেছি, আমাদের প্রতিশ্রুতি আছে। আমাদের ইশতেহারের মধ্যেও আছে। আমরা বিডিআর (বিদ্রোহের) ঘটনাটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পুনঃতদন্ত অথবা একটা কমিশন গঠন করে কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে কাজ করবো। আমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।„(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ এলিনা)

যুবলীগের সম্রাটের ২০ বছরের কারাদণ্ড

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থপাচারের দুই ধারায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখার সাবেক সভাপতি ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে ঢাকার একটি বিচারিক আদালত। বুধবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৬ এর বিচারক মো. জাকারিয়া হোসেন এই রায় ঘোষণা করেন। অবৈধ সম্পদ অর্জনের দায়ে তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ লাখ টাকা জরিমানা করেছে আদালত। অনাদায়ে আরো ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অর্থপাচারের আরেক অভিযোগে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। তবে, আসামি মি. সম্রাট পলাতক থাকায় তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালত। ২০১৯ সালের নভেম্বরে প্রায় দুই কোটি ৯৫ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ এলিনা)

বাংলাদেশ ব্যাংকে আহসান এইচ মনসুরকে সরিয়ে নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমান

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরকে সরিয়ে দিয়ে মো. মোস্তাকুর রহমানকে নতুন গভর্নর নিয়োগ দিয়েছে সরকার। বুধবার একটি প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, আহসান এইচ মনসুরের নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করা হলো। অন্যদিকে আরেকটি প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, মো. মোস্তাকুর রহমানকে নতুন গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যোগদানের তারিখ থেকে তাকে চার বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্বগ্রহণের

পর আব্দুর রউফ তালুকদারের স্থলে অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। এর আগে বুধবার দুপুরে বাংলাদেশ ব্যাংকে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আহসান এইচ মনসুর বলেন, "পদত্যাগ কোনো ইস্যু না, আমি এখানে আসছি সেবা দিতে। আমার দুই সেকেন্ড লাগবে পদত্যাগ করতে"।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ এলিনা)

প্রয়োজনেই বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে : অর্থমন্ত্রী

"প্রয়োজনেই বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে" বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বিকেলে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে এ কথা বলেন তিনি। কোন বিবেচনায় মি. মনসুরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে মি. চৌধুরী বলেন, "বিবেচনার কিছু নেই। একটা নতুন সরকার এসেছে। নতুন সরকারের প্রায়োরিটিজ আছে। পরিবর্তন খালি বাংলাদেশ ব্যাংকে তো হয়নি। পরিবর্তন তো অনেক জায়গায় হয়েছে এবং এটাতো হতেই থাকবে। নতুন সরকারের যে প্রোগ্রাম আছে প্রেফারেন্স আছে, চিন্তা আছে, ভাবনা আছে, সবগুলোর সাথে মিলিয়ে এটা বাস্তবায়নের জন্য।„ এই পরিবর্তন "খুব স্বাভাবিক" বলেও উল্লেখ করেন তিনি। "যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে পরিবর্তন হবে। শুধু বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিবর্তন হয় নাই, এটা অনেক জায়গায় পরিবর্তন হয়েছে এবং প্রয়োজনবোধে আরো অনেক জায়গায় পরিবর্তন হবে। এটা খুব স্বাভাবিক,„ বলেন মি. চৌধুরী।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ এলিনা)

ডিএমপি কমিশনার সাজ্জাত আলীর পদত্যাগ

ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী পদত্যাগ করেছেন। বুধবার সকালে তিনি পদত্যাগপত্র স্বাক্ষর করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন বলে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকাকে তিনি এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে নতুন কাউকে দায়িত্ব না দেওয়া পর্যন্ত তিনি দায়িত্বভার চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন। আগামী ২১শে নভেম্বর তার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তিনি আগেই পদত্যাগ করলেন। অবসর থেকে ফিরিয়ে এনে ২০২৪ সালের নভেম্বরে শেখ মো. সাজ্জাত আলীকে ডিএমপি কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকার। এর আগে মঙ্গলবারই পুলিশ মহাপরিদর্শক পদে পরিবর্তন এনেছে সরকার।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ এলিনা)

পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তির ৮০ শতাংশ যাবে সরকারি স্কুলে, ২০ শতাংশ কিন্ডারগার্টেনে : শিক্ষামন্ত্রী

পঞ্চম শ্রেণিতে এবার কেবল সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীরাই নয়, বরং বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষার্থীরাও বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক। সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্যই শুধু পঞ্চম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়াকে কেন্দ্র করে উচ্চ আদালতের একটি আদেশের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রণালয়। দুপুরে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী মি. হক বলেন, "একই প্রশ্নে আমরা এই বৃত্তি পরীক্ষাটি নেব। সরকারি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি সেই কারণে আমরা ৮০ শতাংশ বৃত্তি দিয়ে দেব তাদের, আর ২০ শতাংশ বৃত্তি দিয়ে দেব বেসরকারি অর্থাৎ কিন্ডারগার্টেনে„। টেলেন্টপুলে এককালীন ২২৫ টাকা এবং মাসিক ৩০০ টাকা বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের দেওয়া হবে। সাধারণ গ্রেডে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের এককালীন ২২৫ টাকা এবং মাসিক ২২৫ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। আগামী বছর এই বৃত্তির সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে বলেও জানান তিনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ এলিনা)

আদালত কক্ষে হামলার মামলায় বরিশালে আইনজীবীর জামিন নামঞ্জুর

সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে করা মামলায় বরিশাল আইনজীবী সমিতির সভাপতি সাদিকুর রহমান লিংকনকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত। বুধবার তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে এ আদেশ দিয়েছে আদালত। অভিযোগ উঠেছে, মঙ্গলবার আওয়ামী লীগ নেতা, সাবেক সংসদ সদস্য এবং বরিশাল আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক তালুকদার মো. ইউনুসকে জামিন দেওয়ার প্রতিবাদে সাদিকুর রহমান লিংকনসহ বিচারকের এজলাসে হামলা চালান বিএনপিপন্থি আইনজীবীরা। এই ঘটনায় আসবাবপত্র ও নথি তছনছ, সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ এনে তার নামে মামলা করেন আদালতের নাজির কামরুল হাসান। বুধবার দুপুরে তাকে সভাপতির অফিস কক্ষ থেকে গ্রেফতার করে আদালত হাজতে রাখে ডিবি পুলিশ। এরপর আইনজীবীরা তার মুক্তির দাবিতে আদালত প্রাঙ্গণে আন্দোলন করেন। পরে বিকালে অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তার জামিনের জন্য আবেদন করেন আইনজীবীরা। এই সময় আদালত প্রাঙ্গণে সেনাবাহিনী, র‍্যাব, পুলিশ মোতায়েন করা হয়।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ এলিনা)

হাতিয়ায় সংসদ সদস্য আব্দুল হান্নান মাসউদের গাড়ি বহরে হামলার অভিযোগ

নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায় নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করতে গেলে নোয়াখালী-৬ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হান্নান মাসউদের গাড়ি বহরে হামলার অভিযোগ উঠেছে। বুধবার বেলা ১২টার দিকে

উপজেলার চানন্দি ইউনিয়নের প্রকল্প বাজার এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। এই এলাকায়ই নির্বাচনের পরে একজন নারীকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছিল। হামলার সময় জাতীয় নাগরিক পার্টির সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মি. মাসউদের সাথে থাকা কর্মীদের সাথে অপরপক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন বলে জানান স্থানীয় একজন সংবাদিক। নোয়াখালীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তৈয়ব মো. আরিফ হোসেন এ বিষয়ে বিবিসি বাংলাকে বলেন, "সংঘর্ষের ঘটনার বিস্তারিত এখনো জানি না। সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে„। এদিকে, ১২ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে পরাজিত বিএনপির প্রার্থী মাহবুবুর রহমান শামীমের কর্মীরা এই হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেন মি. মাসউদ। তার গাড়িবহরে তিনবার হামলা চালানো হয়েছে এবং ২০ থেকে ২৫ জন আহত হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। তবে এ ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। বিবিসি বাংলাকে মি. মাসউদ বলেন, "উনি সব ডাকাত ধরে ধরে এনে হাতিয়াতে তাণ্ডব চালাচ্ছে যে বিএনপি ক্ষমতায় আসছে। সরকার উনাদের, কে কী করতে পারবে? আমাকে এলাকায় ঢুকতে দেবে না„। মি. মাসউদ দাবি করেন, পুলিশের উপস্থিতিতেই এই ঘটনা ঘটেছে। জাতীয় যুবশক্তির জেলা ও ইউনিয়নের আহ্বায়ক হামলায় আহত হয়েছেন বলে জানান তিনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ এলিনা)

আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের গ্রেফতার দেখানো নিয়ে 'বিশেষ নির্দেশনা' রাজশাহী রেঞ্জ পুলিশ ডিআইজির

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ার অন্য মামলায় গ্রেফতার দেখানোর বিষয়ে 'বিশেষ নির্দেশনা' দিয়েছেন রাজশাহী রেঞ্জ পুলিশের ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহান। মঙ্গলবারের এই "বিশেষ নির্দেশনা„ সংবলিত চিঠি পাঠানো হয়েছে রাজশাহী রেঞ্জের আওতায় থাকা রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও জয়পুরহাট এই আট জেলার পুলিশ সুপারদের কাছে। "পরবর্তী নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত আদিষ্ট হয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে" উল্লেখ করে চিঠিতে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করার কথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "কার্যক্রম নিষিদ্ধ বা স্থগিত ফ্যাসিস্ট সংগঠন বা সংগঠনসমূহের যে নেতৃবৃন্দ এবং কর্মী জামিনে মুক্তির পর দলকে শক্তিশালী, সংগঠিতকরণ এবং মাঠপর্যায়ে তৎপরতা প্রদর্শন করতে সক্ষম, তাদের জামিন হওয়ার পর অন্য মামলায় গ্রেপ্তার দেখাতে (শ্যোন অ্যারেস্ট) হবে„। "আর যারা ওই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়, তাদের জামিন হলে গ্রেপ্তার (শ্যোন অ্যারেস্ট) দেখানোর প্রয়োজন আপাতত নেই" বলে ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহানের পাঠানো নির্দেশনায় বলা হয়েছে। তবে, এই চিঠিতে "কার্যক্রম নিষিদ্ধ/স্থগিত ফ্যাসিস্ট সংগঠনের" কথা বলা হলেও আওয়ামী লীগ বা তাদের কোনো সহযোগী সংগঠনের কথা সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি। একইসাথে "প্রটোকল ও প্রটেকশন প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধি অনুসরণ করতে হবে„ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে। মি. শাহজাহানের এই চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ইতিপূর্বে এই বিষয়ে গ্রুপ মেসেজের মাধ্যমে পুলিশ সুপারদের অবহিত করা হয়েছে। বিষয়টি অনুসরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে। চিঠির বিষয়ে জানতে চাইলে ডিআইজি মো. শাহজাহান 'ক্ষোভ' প্রকাশ করে বলেন, এই চিঠি সাংবাদিকদের কাছে যাওয়া "চরম দুর্বলতা আমি মনে করি, আপনাদের কাছে যাওয়া উচিত ছিল না। এটা একান্তই সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিষয়"। তিনি দাবি করেন, আওয়ামী লীগ বা তাদের সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ করে এই নির্দেশনা নয়। বরং "সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে পারে এমন ব্যক্তিদের জন্য" এই বিশেষ নির্দেশনা। আইনশৃঙ্খলার অবনতি যেন না হয় সেজন্য নিজেদের সদস্যদের আগাম বার্তা দেওয়ার অংশ এই নির্দেশনা। এটি রুটিন ওয়ার্ক নয়। "আমরা কোনো ব্যক্তি, কোনো সংগঠন বা কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি যারা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত, তাদের কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন টার্গেট করি নাই। যারা নিষিদ্ধঘোষিত, যারা সমাজের অপরাধী, বিভিন্ন কারণে নিষিদ্ধ সংগঠন, সমাজের ভেতরে বিশৃঙ্খলা করতে পারে, তাদের বিষয়ে কনসার্ন আমাদের" বলেন মি. শাহজাহান। পুলিশের সদর দফতর থেকে এ ধরনের নির্দেশনা দেওয়ার জন্য কোনো নির্দেশ এসেছে কি না এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, "এটা সদর দফতরের না, এটা আমাদের একেবারেই ইন্টারনাল বিষয়। আমাদের সদস্যদেরকে অগ্রীম বার্তা দিয়ে রাখছি এটা"। চিঠির ভাষাগত কারণে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে উল্লেখ করে এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, "যেসব সংগঠন নিষিদ্ধ তাদের তৎপরতা যদি বেড়ে যায় তাহলে তাদের জন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে। এইজন্য তাদেরকে আমরা বলছি আইনের আওতায় আনার জন্য। সিম্পল কথাটা আইনের আওতায় বললে এই শব্দগুলো আসতো না" ।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ এলিনা)

বরিশালের আদালতে ভাঙচুরের পর আইনজীবীদের সভাপতি গ্রেফতারসহ যা ঘটেছে

বিচারকের উপস্থিতিতেই আদালতে হট্টগোল। এজলাস কক্ষে প্রবেশ করে টেবিল চেয়ার ফেলে দিয়ে রায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান। ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্য আইনজীবী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের হুমকি-ধামকি। বরিশালের অতিরিক্ত মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মঙ্গলবারের ঘটনা। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একাধিক ভিডিওতে দেখা যায়, বিচার কার্যক্রম চলা অবস্থায় কয়েকজন আইনজীবী উত্তেজিত অবস্থায় আদালত কক্ষে ঢুকে বিচারকের

দিকে আঙুল তুলে নানা কথা বলছেন। একপর্যায়ে আদালতে থাকা অন্য আইনজীবীদের বের করে দেওয়ার পাশাপাশি ওই কক্ষে থাকা চেয়ার-টেবিলগুলো ভাঙচুর করতে শুরু করেন তারা। এসময় আদালত কক্ষে উপস্থিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরও চিৎকার করে ধমকাতে শোনা যায় ওই আইনজীবীদের। আদালত কক্ষের এই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর এ নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়। সমালোচনার মুখে এই ঘটনায় জড়িত জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতিকে বুধবার দুপুরে গ্রেফতার করে পুলিশ। ওই ঘটনায় ১২ জনের নাম উল্লেখ করে আর ১৫ থেকে ২০ জন অজ্ঞাতনামাকে আসামি করে ভাঙচুরের অভিযোগে একটি মামলা হয়েছে। যদিও জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতিকে গ্রেফতারের এই ঘটনা ঘিরে বুধবারও উত্তেজনা বিরাজ করছে বরিশালের জেলা জজ আদালতে। বিএনপিপন্থি ওই আইনজীবীর মুক্তির দাবিতে আদালত বর্জন করে বিক্ষোভ করছেন আইনজীবীদের একটি অংশ। এদিকে আদালত অবমাননার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও এই ঘটনাকে ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিদ্যমান রেখে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্ভব নয়। আদালতের এজলাসে বিচারকের সামনেই যদি এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় তাহলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব কিনা এমন প্রশ্নও উঠেছে। অতীতের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবীরা বলছেন, আদালত অবমাননার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বরিশালের এই ঘটনা। এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া না হলে সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেটি নিয়েও সন্দেহ তৈরি হবে। এছাড়া 'আদালতে মব' করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে কিনা এমন প্রশ্নও তুলেছেন তারা।

কী ঘটেছিল আদালতে?

কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতাকে জামিন দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত বরিশালের আইন অঙ্গন। জেলা আইনজীবী সমিতির ডাকে মঙ্গলবার আদালত বর্জনের কর্মসূচি চলছিল বলেও জানা গেছে। এদিন বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য তালুকদার মো. ইউনুসকে জামিন দেওয়া হলে ক্ষুব্ধ আইনজীবীরা আদালতের এজলাসে ঢুকে বিচারকের উপস্থিতিতেই বিশৃঙ্খলা তৈরি করেন। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক মিনিট ছয় সেকেন্ড এবং সাড়ে চার মিনিটের দুইটি পৃথক ভিডিওতে দেখা যায়, বিচার কার্যক্রম চলা অবস্থায় কয়েকজন আইনজীবী উত্তেজিত অবস্থায় আদালত কক্ষে ঢুকে বিচারকের দিকে আঙুল তুলে নানা কথা বলছেন। এসময় একটি মামলার শুনানি করছিলেন অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরীয়তউল্লাহ। কোর্ট রেজিস্ট্রার ও কোর্ট পুলিশের তিনজন সদস্যও ওই কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। একপর্যায়ে আদালতে থাকা অন্য আইনজীবীদের বের করে দেওয়ার পাশাপাশি কক্ষে থাকা চেয়ার-টেবিলগুলো উল্টে ফেলতে শুরু করেন বিক্ষুব্ধরা। আদালত কক্ষে উপস্থিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরও চিৎকার করে ধমকাতেও শোনা যায় ওই আইনজীবীদের। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, যে আইনজীবীরা এজলাসে এই ঘটনা ঘটিয়েছেন তারা জেলা আইনজীবী সমিতির বিএনপিপন্থী নেতা হিসেবে পরিচিত। ভিডিওর একদম সামনে যাকে দেখা গেছে তিনি আইনজীবী সমিতির সভাপতি সাদিকুর রহমান লিংকন। বুধবার দুপুরে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বিবিসি বাংলার কথা হয় এই আইনজীবীর সঙ্গে। তিনি অভিযোগ করেন, অর্থের বিনিময়ে জামিন অযোগ্য মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা তালুকদার মো. ইউনুসকে জামিন দেওয়া হয়েছে। এর আগেও আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতাকে এভাবে জামিন দেওয়া হয়েছে দাবি করে তিনি বলেন, ক্ষোভ থেকেই এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন তারা। বিবিসি বাংলাকে তিনি জানান, "যে সকল মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট জামিন দেয় নাই, মহানগর দায়রা জজ জামিন দেয় নাই, সেই সকল মামলাগুলোতেও ম্যাজিস্ট্রেট আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের জামিন বিবেচনা করছিলেন, আমরা তাদেরকে নিষেধ করলেও শোনে নাই।" আদালতে বিশৃঙ্খলা না করে আইনের মাধ্যমে সমাধান করা যেত কিনা এমন প্রশ্নে জবাবে মি. লিংকন বলেন, আগে থেকেই নানা কর্মসূচির মাধ্যমে বিচার কার্যক্রম স্থগিত রাখার অনুরোধ করা হলেও আদালত এটি শোনেনি। "আমরা আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাই, এটা ঠিক আছে কিন্তু টাকার বিনিময়ে আইন কেনা-বেচা হোক এটা আমরা চাই না," বলেন তিনি।

এই অপরাধের শাস্তি কী?

বরিশালে আদালতের এজলাসে আইনজীবীদের এমন বিশৃঙ্খল আচরণে ক্ষোভ জানিয়েছেন অন্য আইনজীবী ও বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, এমন আচরণ বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পরিপন্থি। আদালত কোনো মামলার রায় দিলে কিংবা কাউকে জামিন দিলে সেখানে পরবর্তী আইনি লড়াইয়ের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আইনের তোয়াক্কা না করে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি গ্রহণযোগ্য নয় বলেই মনে করেন আইনজীবীরা। ঢাকা জজ কোর্টের আইনজীবী কামরুল আহসান বিবিসি বাংলাকে বলেন, আদালতে রাষ্ট্রপক্ষ রয়েছে, তারা যদি মনে করে সঠিক বিচার হয়নি তাহলে আপিলের সুযোগ রয়েছে। ধাপে ধাপে বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই আইনজীবী জানান, "কোনো অর্ডারে কেউ যদি অ্যাগ্রিভড হন সেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা জজ, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট প্রতিটি ধাপে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু আপনি জজ সাহেবের ওপরই যদি হামলা করে বসেন তাহলে তো বিচার বিভাগই থাকে না।"

আইনজীবীরা অভিযোগ করেছেন, কিছু স্বার্থান্বেষী অতি রাজনৈতিক আইনজীবী এই পেশাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। অনেকেই রাজনৈতিক সিড়ি হিসেবেও এই পেশার ব্যবহার করছেন বলেও দাবি তাদের। "দলে বড় পদ পাওয়ার জন্য, সিড়ি হিসেবে আইন পেশাকে ব্যবহার করছেন। অতীতেও বিচার বিভাগের ওপর এভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. আহসান। বরিশালের আদালতে হওয়া ঘটনাকে ন্যাক্কারজনক উল্লেখ করে এমন ঘটনা বন্ধে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরশেদের। তিনি বলছেন, আদালতের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপের জন্য এমন ঘটনায় একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হতে পারে। এছাড়া এই ঘটনায় যদি কেউ আহত হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে ক্রিমিনাল অফেন্সের অভিযোগে মামলা হতে পারে বলেও জানান তিনি। অধিনস্ত আদালতের এমন ঘটনায় অতীতেও সুয়োমুটো জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করেন এই আইনজীবী। "গত ১৮ মাস মব ভায়োলেন্সের কারণে আদালত সঠিকভাবে কাজ করতে পারেনি। অতীতেও আদালতের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এই সরকারের আমলে কি হবে সেটার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম," বলেন মি. মোরশেদ। যদি বিএনপি মনে করে যে তারা রুল অব ল চায় তাহলে প্রধানমন্ত্রী নিজেরই উচিৎ এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে একটি নির্দেশনা দেওয়া। "এমনিতেই বহু আইনজীবী আসতে পারেন না আদালতে। যাতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত হচ্ছে না। এর মধ্যে যদি নির্বাচনের পরে মানুষ যখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখতে উন্মুখ হয়ে আছে তখন এই সমস্ত কর্মকাণ্ড গ্রহণযোগ্য নয়," বলেও মন্তব্য করেন মি. মোরশেদ।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ রনি)

পাসপোর্টের 'দালাল' নিয়ে নতুন সিদ্ধান্তে সমালোচনা কেন

পাসপোর্ট অফিসে অর্থের বিনিময়ে সহায়তাকারী এজেন্ট বা মধ্যস্থতাকারী, যারা 'দালাল' নামেও অনেকের কাছে পরিচিত, তাদের নিবন্ধনের মাধ্যমে বৈধতা দিয়ে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে চাইছে সরকার। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একই ধরনের একটি প্রক্রিয়া শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত সেটি বাস্তবায়ন হয়নি। এখন সেই আদলেই এই মধ্যস্থতাকারীদের নতুন করে বৈধতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ নতুন সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, ভোগান্তি লাঘব এবং নিয়মের মধ্যে আনতে দলিল লেখকদের আদলে পাসপোর্টের সহায়তাকারীদের পরীক্ষামূলকভাবে নিবন্ধনের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাসপোর্টের কাজে সহায়তাকারীদের বৈধতা দেওয়ার সিদ্ধান্তের পক্ষে ও বিপক্ষে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেউ কেউ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলছেন, এর মাধ্যমে পাসপোর্টের 'দালাল চক্রের' বৈধতা দেওয়া হচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন মধ্যস্থতাকারীদের বৈধতা না দিয়ে পাসপোর্ট করতে হয়রানি ও ভোগান্তি বন্ধ করতে পদ্ধতি সহজ করা প্রয়োজন। এছাড়া পাসপোর্টের দালালদের বৈধতা দেওয়ার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিকতা দেওয়া হতে পারে বলেও সমালোচনা রয়েছে।

এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার প্রস্তাব

সাবেক আওয়ামী লীগ সরকার আমলে ২০২১ সালে পাসপোর্ট অফিসের মধ্যস্থতাকারী বা দালালদের এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার প্রস্তাব জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি চিঠি দেয় ইমিগ্রেশন অ্যান্ড পাসপোর্ট অধিদপ্তর। এজেন্টদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয় এবং পাসপোর্ট অধিদপ্তর মিলে বিধিমালা তৈরির কাজ শুরুর কথাও তখন জানিয়েছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা বিভাগ। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই বিধিমালা করা হয়েছিল কি না, বা তার অগ্রগতি সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে পারেনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সরকার যা বলছে

বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন আবার পাসপোর্ট অফিসে অর্থের বিনিময়ে সহায়তাকারী বা মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তিদের বৈধতা দেওয়ার বিষয়টি আবার সামনে এসেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে। সোমবার মন্ত্রণালয়ে বৈঠক শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, তাদের মাধ্যমে এমনকি পাসপোর্ট অফিসের কিছু লোকজন- তাদের যোগসাজসে জনগণের মধ্যে একটু ভোগান্তির সৃষ্টি হয়। সেটা নিরসন করার জন্য এই পদক্ষেপ। "আমরা যেমন দেখি যে রেজিস্ট্রি অফিসের বাইরে যেমন দলিল লেখক থাকে তাদের রেজিস্ট্রেশন থাকে, নম্বর থাকে। কোথাও কোনো অনিয়ম হলে তাকে দায়বদ্ধ করা যায়। সেরকম কোনো সিস্টেমের মাধ্যমে এখানে একটা সহজীকরণ এনলিস্টেড সহায়তাকারী ব্যবস্থা করা যায় কি না। তাহলে কিছু কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হয়, জনগণেরও জন্য সহজ হয়"। মন্ত্রী জানান, নিবন্ধিত সহায়তাকারীরা নির্দিষ্ট কাজের জন্য সার্ভিস চার্জ কত নিতে পারে সেটা ঠিক করে দেওয়া হবে। তার ভাষায়, এখন বিচ্ছিন্নভাবে করছে, এটাকে পদ্ধতির মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা থেকেই এ উদ্যোগ। "ট্রায়াল অ্যান্ড এররের মাধ্যমে যদি টিকে যায় তাহলে সারাদেশের জন্য হতে পারে। এখন রেজিস্ট্রেশন অফিসের আদলে যেভাবে রেজিস্ট্রার্ড দলিল লেখক থাকে সেই আদলে যদি আমরা এখানে কিছু কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারি, রেগুলেট করা যায়, জনগণও যদি সেবা পায়, কোনো অনিয়ম করলে যাতে তাদের ধরা যায়," বলেন মন্ত্রী।

বাস্তবতা কী

বাংলাদেশে এখন ই-পাসপোর্ট সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা হচ্ছে। অনলাইনে ফরম পূরণ করে আবেদনকারী নির্ধারিত তারিখ পেয়ে থাকেন। ব্যাংকে নির্ধারিত টাকা জমা দিয়ে ওই তারিখে এসে তিনি ছবি তোলাসহ প্রয়োজনীয় কাজ করার নিয়ম। এখানে দালালের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয়। তবে অভিযোগ রয়েছে, সাধারণ মানুষ পাসপোর্ট করতে নানারকম বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে। অনলাইন সার্ভারে প্রবেশ, আবেদন করা, শিডিউল নেওয়া থেকে সশরীরে গিয়ে ছবি তোলা ও বায়োমেট্রিক তথ্য দিতে গিয়ে দীর্ঘ লাইনের পড়াসহ নানা ভোগান্তিতে পড়ার অভিযোগ রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তদবির কিংবা দালালদের টাকা দিলে দ্রুত কাজ হয় এমন অভিজ্ঞতাও আছে কারো কারো। ফলে বাংলাদেশে পাসপোর্ট তৈরি করতে এখনো সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রে এজেন্টদের সহযোগিতা নেয়। এমন অভিযোগ বা অভিজ্ঞতাও অনেকের রয়েছে যে অনেক সময় দ্রুত কাজ করতে দালালের শরণাপন্ন হন কেউ কেউ, আবার অনেকে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে পাসপোর্ট আবেদন থেকে শুরু করে নবায়ন শেষ করা পর্যন্ত সহযোগিতা নিয়ে থাকেন। বর্তমানে পাসপোর্টের আবেদনের সময় অনলাইনে নির্দিষ্ট দিন এবং নির্ধারিত টাইম স্লট বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু টাইম স্লট অনুযায়ী পাসপোর্ট অফিসে কখনোই সেবা পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ রয়েছে। যদিও উন্নত দেশে পাসপোর্টের মতো সেবা সম্পূর্ণ অনলাইনে হয় এবং এমনকি পাসপোর্ট বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার মতো ব্যবস্থাও আছে। পাসপোর্ট অধিদপ্তরের পরিচালক নাদিরা আক্তার এই বাস্তবতা স্বীকার করে বলেন, আবেদনকারীরা সবাই সময়মতো আসেন না বলেই এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। "এখন আমাদের অনেকগুলো অফিস শিডিউল জটিলতা নাই। বাংলাদেশের আসপেক্টে টাইম মেইনটেইন করাটা ডিফিকাল্ট হয়। আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে সেবা দেওয়া হয়। আপনার টাইম নয়টায়, আপনি আসলেন ১২টায়। কিন্তু আপনাকে আমি ছেড়ে দিতে পারবো না। এটা খুব প্র্যাকটিক্যালি মেইনটেইন হচ্ছে সেটা দেখি না। আবার ওই সময় অতিক্রম করলে তারটা নিচ্ছি না এমন কিন্তু না।"

মিশ্র প্রতিক্রিয়া

এই উদ্যোগকে পাসপোর্ট অফিসের সামনে সহায়তাকারী এজেন্টরা 'ভালো উদ্যোগ' হিসেবে দেখছেন। ঢাকার একটি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের কাছে দোকান খুলে পাসপোর্টসহ অনলাইন আবেদন ও ফি পরিশোধে সহায়তা করেন আপন আহমেদ। তিনি বলেন, নিবন্ধনের মধ্যে আসলে ভালো হয়। অনেকেই নানারকম সমস্যায় পড়ে। "অনলাইনে তো সবকিছুই করা যায়। কিন্তু সবাই তো এটা নিজেরা টাইপ করতে পারে না কম্পিউটারে বা মোবাইলে। আমাদের কাছে আসলে তথ্যগুলো ঠিকমতো করতে পারে। এজন্যই আমাদের কাছে আসে"। দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবির গবেষণায় সবসময়ই সেবাখাতে দুর্নীতির তালিকার শীর্ষে থাকে পাসপোর্ট সেবা খাত। পাসপোর্ট করতে সাধারণ মানুষকে ঘুষ দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হয় এমন অভিযোগ বরাবরই উঠে আসে। পাসপোর্টের দালালদের আইনি বৈধতা দেওয়ার বিপক্ষে টিআইবি। সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বিবিসি বাংলাকে বলেন, এই সেবা ডিজিটালাইজড করে সহজ এবং সাধারণ মানুষের জন্য সেবামুখী করার পরিবর্তে "দালাল চক্রকে বৈধতা দেওয়া ঠিক হবে না"। "সহায়ক হিসেবে যারা আসলে দালাল তাদের যদি বৈধতা দেওয়া হয় তাহলে এটা সাময়িক সুবিধাটা সরকার ভাবছেন। কিন্তু এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবটাকে বুঝতে হবে, বিবেচনায় নিতে হবে। কারণ এর ফলে যেটা হবে যে এই অবৈধতাটাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া আইনগত ভিত্তি তৈরি করা হবে"। তিনি মনে করেন, যদি এই ধরনের সুযোগ তৈরি করা হয় এটা আরো বেশি বুমেরাং হওয়ার ঝুঁকি আছে। "পুরো প্রক্রিয়াটাকে সাধারণ মানুষের জন্য সহজতর করার জন্য পদ্ধতি বিবেচনা করতে হবে যেটা অসম্ভব না। আমি বলবো পাসপোর্ট সেবার পুরো খাতটাকে এন্ড টু এন্ড ডিজিটাইজেশন যদি সম্পন্ন করা হয় এবং একসেসটাকে যদি সহজতর করা হয় তাহলে আমরা মনে করি না যে এটার প্রয়োজন আছে"। ইফতেখারুজ্জামানের মতে, এর মাধ্যমে দুর্নীতির বাস্তবতাটাকে মেনে নেওয়া হবে। বরং দলিল লেখকদেরও যেন প্রয়োজন না থাকে ধীরে ধীরে সেই দিকে এগোনো প্রয়োজন।

"দলিল লেখকদের ব্যাপারেও যেটা ভাবা হচ্ছে বা ভাবা উচিত যে, সেটাও যদি পরিপূর্ণ ডিজিটাইজ করা সম্ভব হয় ভূমি খাতে বা সেবা খাতে, তাহলে কিন্তু দলিল লেখকদের প্রয়োজনীয়তাটা শেষ হয়ে যাবে। সেই কারণেই কিন্তু ভূমি খাতে এন্ড টু এন্ড ডিজিটাইজেশন হচ্ছে না ইন্টারনাল রেজিস্টেন্সের কারণে। কারণ এই দলিল লেখক হিসেবে যে চক্র তাদের যে সুবিধা সেটার সুবিধাভোগি বা অংশীদার কিন্তু উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবাই।" অনলাইনে ই পাসপোর্ট করার ডিজিটাল পদ্ধতিত গ্রামের সাধারণ মানুষের সহায়তা নেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এছাড়া শহরেও অনেকে মানুষও ঝামেলা এড়াতে ও সময় বাঁচাতে এজেন্টদের কাছে দায়িত্বে ছেড়ে দেয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার বক্তব্যে এই পদক্ষেপের যুক্তি হিসেবে বলেছেন, বাংলাদেশে জনসংখ্যার অধিকাংশই এখনো অনলাইনে ইলেকট্রনিকভাবে আবেদন করতে অভ্যস্ত নয়। সেইজন্য কারো কারো সহযোগিতা নিতে হয়।

টিআইবির ইফতেখারুজ্জামান বলেন, এই কথাটা মানা খুব কঠিন, কারণ যারা কম্পিউটারে কাজ করতে পারে না তারাই কিন্তু ফেইসবুক ইউজ করছে। তাদের আত্মীয় স্বজন প্রিয়জন এটা করছে। "এই কথাটা কিন্তু সকল সেবাখাতের জন্য

প্রযোজ্য। শুধু পাসপোর্টের জন্য আলাদা কেন হবে। আমাদের আলটিমেট অবজেকটিভ হবে যেটা তাদের ইশতেহারেও আছে, ঘোষণায় আছে যে সেবাখাত ডিজিটাইজেশন করা হবে। তো পুরো সেবাখাতটাকে যখন আমরা ডিজিটাইজ করতে পারবো তখন কিন্তু আর মিডলম্যান এদের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।" টিআইবি মনে করে যতই আইনি কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে আইনি বৈধতা দেয়া হোক না কেন বাস্তবক্ষেত্রে এটা সাধারণ মানুষকে আরেক দফা অনিয়মের শিকার এবং আরেকদফা পাসপোর্ট করার ক্ষেত্রে খরচটাকে বৃদ্ধি করবে। "সেবার জন্য নির্দিষ্ট সেবামূল্য যে নেবে সেটার নিশ্চয়তা কে দেবে? এটাকে তারা অধিকতর প্রতারণার সুযোগ হিসেবে নেওয়ার ঝুঁকিটা আছে। কারণ এই যে দালাল চক্র ব্যবসাটা অব্যাহত রাখতে চায়" |(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ রনি)

এনএইচকে

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনার প্রাক্কালে টানাপোড়েন অব্যাহত

ওয়াশিংটন সামরিক চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখার মাঝে, চলতি সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান আরেক দফা আলোচনার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। তেহরান সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, যেকোনো আগ্রাসনের "হিংস্র" জবাব তারা দেবে। হোয়াইট হাউস জানাচ্ছে যে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে তৃতীয় দফা আলোচনা বৃহস্পতিবার জেনেভায় অনুষ্ঠিত হবে। প্রায় আট মাস বিরতির পর চলতি মাসের শুরুতে আলোচনা পুনরায় শুরু হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তেহরানের উপর চাপ বাড়ানোর জন্য মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে যে এই অঞ্চলের দিকে রওনা হওয়া দ্বিতীয় বিমানবাহী রণতরী সোমবার ভূমধ্যসাগরের গ্রীক দ্বীপ ক্রিট-এ পৌঁছেছে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা এনএইচকেকে জানান যে, লেবাননের বৈরুতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস থেকে জরুরি নয় এমন মার্কিন সরকারি কর্মী এবং যোগ্য পরিবারের সদস্যদের চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরানের সাথে সম্পৃক্ত জঙ্গিরা সেই দেশেই অবস্থান করছে।(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ২৪.০২.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের বিচারের বিষয়ে নিজের বক্তব্য `সংশোধন, করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে গঠিত তদন্ত কমিশনের সুপারিশগুলোই সরকার পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ। আজ বুধবার বনানী কবরস্থানে `জাতীয় শহীদ সেনা দিবস, উপলক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, পুরো রিপোর্টটি না দেখে এর আগে দেওয়া তার একটি বক্তব্য তিনি সংশোধন করতে চান। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছিলেন, ২০০৯ সালে পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা পুনঃতদন্তের জন্য সরকার একটি নতুন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টারের খবর অনুযায়ী,এ প্রসঙ্গে আজ তিনি বলেন, ``কয়েকদিন আগে এ (অন্তর্বর্তী সরকারের দেওয়া) রিপোর্টটি না পড়েই আমি কিছু কথা বলেছি, যেগুলো আজকে সংশোধন করতে চাই।,, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, আগে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছে। সেদিন কথা বলার প্রয়োজনে তিনি সেই প্রতিবেদনের ওপর কেবল চোখ বুলিয়েছিলেন। ওই প্রতিবেদনে প্রায় ৭০ জনের বিষয়ে সুপারিশ রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ``সুপারিশের সঙ্গে যুক্ত অনেক বিষয় এখন বিচারিক প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। আমরা এই বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করব। অন্যান্য সুপারিশগুলো ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে।,, মন্ত্রী বলেন, সরকার শহীদ পরিবার এবং জাতিকে আশ্বস্ত করতে চায় যে, পিলখানা হত্যাকাণ্ডের যথাযথ বিচার হবে এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা হবে যাতে এই জাতীয় কোনো ঘটনা আমাদেরকে জাতীয় জীবনে আর না দেখতে হয়। তিনি বলেন, ``এই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে দুর্বল করার একটা চেষ্টা ছিল। এ কাজটা তারাই করতে পারে, যারা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে না।,,

তদন্ত প্রতিবেদনটি প্রকাশের বিষয়ে তিনি বলেন, মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে এ ব্যাপারে পরে বিস্তারিত জানাবেন। তবে দলের পক্ষ থেকে এই হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তি ও শক্তিদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার দাবি জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শহীদ সেনা কর্মকর্তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেন, ``এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের আমরা তদন্ত দাবি করছি।,, তিনি বলেন, ``২৫ ফেব্রুয়ারি দিনটি আমাদের জাতির জন্য অত্যন্ত লজ্জার, কলঙ্কজনক একটি অধ্যায় বলে আমরা মনে করি। এই দিনটিকে আমরা সবচেয়ে কলঙ্কজনক এ জন্য মনে করি, এই দিনে চক্রান্ত হয়েছিল, প্রচেষ্টা হয়েছিল বাংলাদেশের পুরো নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়ার। চৌকস ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং একইসঙ্গে বাংলাদেশের মনোবল ভেঙে দেওয়ার একটা গভীর চক্রান্ত হয়েছিল।,, ``আল্লাহর অশেষ রহমতে বাংলাদেশের জনগণ তাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং বিগত

নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আজকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সুসংহত ও গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার একটা বড় সুযোগ পেয়েছে,,, যোগ করেন তিনি।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

১৮ মাস পর আবার ঢাকা-আগরতলা-কলকাতা বাস সার্ভিস চালু

দেড় বছরেরও বেশি সময় বন্ধ থাকার পর আবারও চালু হলো ঢাকা-আগরতলা-কলকাতা সরাসরি আন্তর্জাতিক বাস সেবা। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে `রয়াল মৈত্রী, পরিবহনের একটি বাস পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকার কমলাপুর বাস ডিপো থেকে আখাউড়া আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভারতের ত্রিপুরার আগরতলায় প্রবেশ করে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ভিসা জটিলতার কারণে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে এই সেবাটি এতদিন বন্ধ ছিল। দীর্ঘ বিরতির পর দুই দেশ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পরীক্ষামূলকভাবে আবার এই রুটটি চালু করলো। ঢাকা-আগরতলা-কলকাতা বাস সার্ভিসের জেনারেল ম্যানেজার ওয়ারিশ আলম ডিএস ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টারকে জানান, প্রাথমিকভাবে পরীক্ষামূলকভাবে সপ্তাহে দুদিন এই বাস চলবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল থাকা সাপেক্ষে পরে সপ্তাহে তিন দিন নিয়মিত সার্ভিসটি চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে।
আগরতলা থেকে গুয়াহাটি হয়ে ট্রেনে কলকাতা পৌঁছাতে প্রায় ১ হাজার ৫০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়। অন্যদিকে, ঢাকার ওপর দিয়ে বাস ভ্রমণে এই দূরত্ব কমে দাঁড়ায় মাত্র ৫০০ কিলোমিটারে, যা যাত্রীদের সময় ও খরচ দুটোই বাঁচিয়ে দেয়। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা এই বাস সেবা আবার চালু হওয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন। রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এই বাস সেবাকে কেবল একটি পরিবহন সংযোগ হিসেবে নয়, বরং দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার মতে, এই সেবা পুনরায় চালু হওয়ায় যোগাযোগ, পর্যটন ও বাণিজ্যে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। তিনি আরও আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, আগামী দিনে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও সুসংহত হবে। স্থানীয় গণমাধ্যমকে সুশান্ত চৌধুরী আরো বলেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে অতীতে কিছুটা টানাপড়েন থাকলেও বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠনের পর দুই পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে সম্পর্ক পুনরায় ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

প্রশাসনে বয়াপক রদবদল করছে নতুন সরকার

তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর বিভিন্ন সরকারি পদে বয়াপক রদবদল শুরু হয়েছে। শিক্ষা এবং পুলিশ প্রশাসনে একাধিক বদলি হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) পদে নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। চুক্তিতে থাকা ৯ জন সচিব ও জ্যেষ্ঠ সচিবের নিয়োগবাতিল করা হয়েছে। কয়েকজন সচিবকে সংযুক্ত করা এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য হয়ে যাওয়ায় প্রশাসনে বড় ধরনের পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, এটি পরিবর্তনের প্রথম ধাপ। সামনে আরও সিদ্ধান্ত আসতে পারে। চুক্তি বাতিল ও সংযুক্ত করার ফলে বর্তমানে অন্তত ১২টি সচিব ও সমপর্যায়ের পদ শূন্য হয়েছে। এসব পদে দ্রুত নিয়োগ দেওয়া হতে পারে। জেলা প্রশাসক (ডিসি) পর্যায়েও পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক কর্মকর্তা ডয়চে ভেলের পার্টনার প্রথম আলোকে বলেন, মাঠ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতেও ধাপে ধাপে পরিবর্তন আসতে পারে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টারে আক্রমণ আকস্মিক ছিল না

দ্য ডেইলি স্টার ও প্রথম আলো এবং ঢাকার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানটের কার্যালয়ে গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর রাতে হামলা চালানো হয়। পরে আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরদিন সন্ধ্যায় হামলা চালানো হয় আরেকটি সাংস্কৃতিক সংগঠন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। কীভাবে এই হামলা চালানো হয়েছিল তা নিয়ে তদন্ত করেছে ডেইলি স্টার ও ডিসমিসলয়াব অনলাইন। ৩ হাজার ৬৪টি ফেসবুক পোস্ট বিশ্লেষণ করে দেখেছে তারা। সেখান থেকে স্পষ্ট, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করেই এই হামলা চালানো হয়েছিল। তাদের বক্তব্য, কয়েক দিন ধরে ইনফ্লুয়েন্সার ও ডানপন্থী অ্যাকটিভিস্টরা দুটি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ বয়ান তৈরি করতে থাকে। যার ফলে পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর ভবনে হামলা ও এবং আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। হামলার সময় ফেসবুকে একের পর এক পোস্টে আসা নির্দেশনা অনুযায়ী মব জড়ো হয়, হামলা চালায় এবং ফেসবুকে নির্দেশনা দেখে তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে সহিংসতা চালায়। এসব তথ্য-প্রমাণ ইঙ্গিত করে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ২০ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে এসব হুমকি দৃশ্যমান ছিল, এমনকি ফেসবুকে এসব সহিংসতার দৃশ্য সরাসরি প্রচার করা হলেও এর বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় নতুন কমিশন হচ্ছে না, এখন কী হবে?

বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় নতুন তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে সরকার। তারা মনে করছে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে গঠিত ফজলুর রহমান কমিশনের তদন্তই ঠিক আছে। তারা সেটা ধরেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে। তারা মনে করছে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে গঠিত ফজলুর রহমান কমিশনের তদন্তই ঠিক আছে। তারা সেটা ধরেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে। কিন্তু সেই পদক্ষেপ কী, তা এখনো স্পষ্ট নয়। ২০০৯ সালের ওই ঘটনায় ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়েছিল। অন্তর্বর্তী সরকারের ওই কমিশনের প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) আ ল ম ফজলুর রহমান ডয়চে ভেলেকে বলেছেন, ``সরকার সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। কারণ আমাদের কমিশন হয়েছিল সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে। ফলে আদালতের নতুন নির্দেশ ছাড়া এই সরকারের কশিমন গঠনের কোনো এখতিয়ার ছিলো না।'' আর বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় বিস্ফোরক আইনে করা মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটর মো. বোরহান উদ্দিন জানান, ``সরকারের দিক থেকে নতুন কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। ফলে মামলা যেভাবে চলছিল সেভাবেই চলবে। নতুন কোনো নির্দেশ আসলে তখন দেখা যাবে।''

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুধবার যা বললেন

পিলখানা হত্যা দিবসে বুধবার `জাতীয় শহীদ সেনা দিবস' উপলক্ষ্যে বনানীর সামরিক কবরস্থানে নিহত সেনা কর্মকর্তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ``এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে সরকার নতুন করে কোনো তদন্ত কমিশন করবে না। যেহেতু জাতীয় একটা স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল। দক্ষ ও উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল। কমিশনের প্রতিবেদন একনজরে যা দেখেছি, তাতে ৭০টির মতো সুপারিশমালা এসেছে, যার অনেকগুলোই বাস্তবায়নাধীন। আর বিচারাধীন যে মামলাগুলো আছে, কিছু আপিল বিভাগে আছে, এই বিচারিক প্রক্রিয়াটা সমাপ্ত করা হবে। এ ছাড়া অন্য যে সুপারিশগুলো আছে, সেগুলোও ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে।'' দুইদিন আগে তিনি যে নতুন তদন্ত কমিশন গঠনের যে কথা বলেছিলেন সে ব্যাপারে বলেন, ``আগে পুরো প্রতিবেদন না দেখেই পিলখানা হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিটি নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছিলাম। এখন তা সংশোধন করলাম।'' কমিশন প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) আ ল ম ফজলুর রহমান বলেন, ``সরকারের এই সিদ্ধান্তে আমি খুশি। কারণ এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে বিডিআর বিদ্রোহের ব্যাপারে সরকার তার অবস্থান পরিষ্কার করলো। ভারতের সাথে ভবিষ্যতে সম্পর্ক কী হবে তাও পরিষ্কার করলেন তারা।'' আর সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ মনে করেন, ``এর ফলে বিচার প্রক্রিয়া আরো দীর্ঘায়িত হতে পারে। হত্যা মামলায় যারা দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন তারা তাদের ছেড়ে দেয়ার দাবি করতে পারেন।''

তদন্ত প্রতিবেদনে যা আছে

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ওই বছরের সালের ২৪ ডিসেম্বর আদালতের নির্দেশে অন্তর্বর্তী সরকার তদন্ত কমিশন গঠন করে। কমিশন ২০২৫ সালে ২৯ ডিসেম্বর তদন্ত প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে হস্তান্তর করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিডিআর হত্যাকাণ্ডের মূল সমন্বয়কারী সেই সময়ে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শেখ ফজলে নূর তাপস। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলো। আর পুরো ঘটনায় শেখ হাসিনার গ্রিন সিগন্যাল ছিলো। প্রতিবেদনে কীভাবে আলামত নষ্ট করা হয় তারও উল্লেখ করা হয়েছে। শেখ হাসিনা ও তাপস ছাড়াও আওয়ামী লীগ নেতা শেখ ফজলুল করিম সেলিম, মির্জা আজম, জাহাঙ্গীর কবির নানক ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনের নাম এসেছে তদন্তে । এর বাইরে শেখ হাসিনার সাবেক নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদ ও ডিজিএফআইয়ের সাবেক মহাপরিচালক লে. জেনারেল (অব.) মোল্লা ফজলে আকবরকেও দায়ী করা হয়। প্রতিবেদনে সামরিক বাহিনী ও পুলিশের কর্মকর্তাদের নামও আছে। কমিশনের সভাপতি আ ল ম ফজলুর রহমান ডয়চে ভেলেকে বলেন, ``ওই ঘটনার সময় ৯২১ জনের মতো ভারতীয় বাংলাদেশে এসেছিল। তার মধ্যে ৬৭ জনের মতো লোকের কোনো হিসাব মিলছে না। তারা কোন দিক দিয়ে বের হয়ে গেছে, এটা ঠিক বলা যাচ্ছে না।'' তিনি বলেন, ``এই ব্যাপারেও আমরা সরকারকে সুপারিশ করেছি ওই ব্যক্তিরা কোথায়, কেন আসলো; সেটা খুঁজে বের করার জন্য। এ বিষয়ে ভারতের কাছে জানতে চাওয়ার জন্য আমরা সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার এটা নিয়ে তখন ভারতের সঙ্গে কোনো যোগাযোগও করেনি, চিঠিও দেয়নি। আর তারা প্রতিবেদনও প্রকাশও করেনি। কেন করেনি তারাই বলতে পারবে। তবে আমরা প্রকাশের অনুরোধ করেছিলাম।'' তিনি বলেন, ``আমরা বিচারে যে দুইটি মামলা আছে তা নিয়ে তদন্ত করিনি। আমাদের তদন্ত ছিলো এর নেপথ্যে কারা ছিলো তা বের করা। আমরা তা করেছি। আমরা দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটন করেছি। এখন সরকার যদি আমরা যাদের দায়ী করেছি তাদের বিচারের আওতায় আনতে চায় তাহলে ফৌজদারি তদন্ত লাগবে। কমিশন হিসাবে আমরা আমাদের তদন্তের পক্ষে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ দিয়েছি। কিন্তু বিচারের আওতায় আনতে যে প্রক্রিয়া আছে তা অনুসরণ করতে হবে।''

বিডিআর হত্যা ও বিচার

২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টা ২৭ মিনিটের দিকে বিজিবির (তখনকার বিডিআর) বার্ষিক দরবার চলাকালে দরবার হলে ঢুকে পড়ে একদল বিদ্রোহী সৈনিক। এদের একজন তৎকালীন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদের বুকে আগ্নেয়াস্ত্র তাক করেন। বিদ্রোহী সৈনিকরা সেনা কর্মকর্তাদের ওপর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করে তাদের পরিবারকে জিম্মি করে ফেলে। পুরো পিলখানায় এক ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। চারটি প্রবেশ গেট নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আশপাশের এলাকায় গুলি ছুঁড়তে থাকে তারা। বিদ্রোহীরা দরবার হল ও এর আশপাশের এলাকায় সেনা কর্মকর্তাদের গুলি করতে থাকে। ঘটনার ৩৬ ঘণ্টা পর এ বিদ্রোহের অবসান হয়। পরে পিলখানা থেকে আবিষ্কৃত হয় গণকবর। সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় সেনা কর্মকর্তাদের লাশ। তখনকার বিডিআর মহাপরিচালকসহ ৫৭ সেনা কর্মকর্তা, একজন সৈনিক, দুই সেনা কর্মকর্তার স্ত্রী, ৯ বিজিবি সদস্য ও পাঁচজন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হন। এই ঘটনায় দুইটি মামলা হয়। একটি বিস্ফোরক আইনে এবং আরেকটি হত্যা মামলা। ২০১৩ সালের ৫ নভেম্বর পুরান ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে স্থাপিত ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত হত্যা মামলার রায়ে ১৫২ জনকে মৃত্যুদণ্ড, ১৬০ জনকে যাবজ্জীবন, ২৫৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়। খালাস দেয়া হয় ২৭৮ জনকে। চারজন আসামি বিচার চলাকালে মারা যাওয়ায় মামলার দায় থেকে তারা অব্যাহতি পায়। পরে হাইকোর্ট ২০১৭ সালের ২৭ নভেম্বর বিচারিক আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ১৫২ জন আসামির মধ্যে ১৩৯ জনের ফাঁসির রায় বহাল রাখেন। একই সঙ্গে আটজনের মৃত্যুদণ্ডের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন ও চারজনকে খালাস দেয়া হয়।

এছাড়া বিচারিক আদালতে যাবজ্জীবন পাওয়া ১৬০ জন আসামির মধ্যে ১৪৬ জনের সাজা বহাল রাখে হাইকোর্ট। এদের মধ্যে দুইজন আসামির মৃত্যু হয় এবং ১২ জন আসামিকে খালাস দেয়া হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি মামলায় এত বেশিসংখ্যক আসামির মৃত্যুদণ্ডের রায় আর কখনো হয়নি। আর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সবাই সাবেক বিডিআরের সদস্য। ওই ঘটনার বাংলাদেশ রাইফেলস-এর (বিডিআর) নাম পরিবর্তন করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) রাখা হয়। এই মামলার চিফ পাবলিক প্রসিকিউটর মো. বোরহান উদ্দিন ডয়চে ভেলেকে জানান, ``হত্যা মামলাটি এখন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে বিচারের সর্বশেষ ধাপে আছে। আর বিস্ফোরক আইনে দায়ের করা মামলাটি বিচারে আছে। সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে। এপর্যন্ত ৩০২ জন সাক্ষী দিয়েছেন। বুধবারও আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে।'' তিনি বলেন, ``এই মামলায় যারা সাক্ষী দিয়েছেন তারা বিভিন্ন পর্যায়ে বলেছেন, বিডিআর বিদ্রোহের নেপথ্যে শেখ হাসিনা, মির্জা আজম, জাহাঙ্গীর কবির নানকসহ আরো আরো অনেকে ছিলেন। আদালত অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দিলে তাদের মামলায় সম্পৃক্ত করা যায়।'' ``এই মামলা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ সরকার কনসার্ন। ফলে নতুন কোনো ইন্সট্রাকশন না পাওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলবে। তবে মামলার যে-কোনো পর্যায়ে তদন্ত করে নতুন আসামি যুক্ত হতে পারে,'' বলেন মো. বোরহান উদ্দিন। বিস্ফোরক মামলায় মামলায় ৮৩৫ জন বিডিআর সদস্য কারাগারে ছিলেন। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সাড়ে তিনশ'র মতো জামিন পেয়েছেন। আর বিডিআরের অভ্যন্তরীণ বিচারে কয়েক হাজার বিডিআর সদস্যকে চাকরিচ্যুত এবং বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়।

বিচার কি নতুন করে হবে?

অন্তর্বর্তী সরকারের গঠন করা তদন্ত কমিশনের প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) আ ল ম ফজলুর রহমান বলেন, ``আমরা কমিশনের প্রতিবেদনে বলেছি, যে দুইটি মামলার বিচার চলছে দুইটি মামলায়ই তদন্তে ত্রুটি এবং দুর্বলতা আছে। এখন সরকারের উচিত হবে সেই দুর্বলতাগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করা। সেটা করলে নিরপরাধ কেউ যদি শাস্তি পেয়ে থেকে, কাউকে যদি অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে তাহলে তাদের তো মুক্তি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'' ``আর সেজন্য সরকার তদন্ত করাতে পারে। কারণ আমরা মামলার তদন্তে দুর্বলতার কথা বললেও সুনির্দিষ্ট করে বলিনি যে ওই দুর্বলতার কারণে নিরপরাধ কেউ ভিকটিম হয়েছি কী না। সেটা এখন বের করা দরকার,'' বলেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, ``সরকার যদি ফজলুর রহমান কমিশনের তদন্তের ভিত্তিতে নতুন করে বিচার করতে যায় তাহলে আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে। আসলে বিচার পর্যায়ে আদালত যদি মনে করে পুলিশি তদন্তে কোনো ত্রুটি আছে বা সম্পূরক তদন্ত প্রয়োজন তাহলে অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে। সেখানে যদি নতুন কারুর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায় তাহলে তাদের বিচারে যুক্ত করতে পারে। যেটা ২১ আগস্টের গ্রেনেডে হামলার মামলায় হয়েছিলো।

সম্পূরক জার্জশিট দেয়া হয়েছিলো। তবে সেটা করতে হয় বিচার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই। কিন্তু বিডিআর বিদ্রোহের হত্যা মামলার বিচার তো শেষ হয়েছে। এখন আপিল বিভাগে আছে।'' তিনি বলেন, ``বারবার তদন্ত হলে আসামিরা এর বেনিফিট পায়। এখন আসামিরা বলতে পারে নতুন তদন্ত অনুযায়ী বিচার হলে তাদের আগে ছেড়ে দেয়া হোক। এর ফলে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হয়। আর ওই তদন্ত অনুযায়ী যদি বিচার হয় তাহলে যারা কারাগারে আছেন তাদের ঝুলিয়ে রাখা হবে কেন? তাদের আগে ছেড়ে দেয়া হোক। আর সিআরপিসিতে কমিশনের তদন্তের কোনো আইনগত মূল্য নাই। নতুন করে কিছু করতে হলে আদালতের নির্দেশে ফৌজদারি তদন্ত হতে হবে। আর একই হত্যার ঘটনায় তো দুইটি মামলা চলতে পারবে না।'' ``এইসব কারণেই কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে নতুন তদন্তের ব্যাপারে সেনাবাহিনীর

পক্ষ থেকে আপত্তি দেয়া হয়েছিলো,'' বলেন অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ। সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর (অব.) এমদাদুল ইসলাম বলেন, ``আসলে পিলখানা হত্যা মামলা নিয়ে যদি ওই তদন্তের ভিত্তিতে আবার নতুন করে বিচারের প্রশ্ন ওঠে তাহলে যেসব সেনা কর্মকর্তা হত্যার শিকার হয়েছেন তাদের পরিবারের বিচার না পাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। এখন আসলে সরকারের পরবর্তী প্রক্রিয়া কী হয় তা দেখার আছে। আর এই কারণেই কিন্তু সেনাপ্রধান রাওয়া ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের তদন্ত কমিশনের বিরোধিতা করেছিলেন।''

আসামি ও নিহতদের পরিবারের সদস্যরা যা বলছেন

বিডিআর বিদ্রোহে চাকরিচ্যুত এবং সাজাপ্রাপ্তদের সংগঠন বিডিআর কল্যাণ পরিষদের সভাপতি মো. ফয়জুল আলম বলেন, ``তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে বিডিআর সদস্যরা হত্যাকাণ্ডে জড়িত না। এরসঙ্গে জড়িত শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের নেতারা আর ভারত। তাই ফাঁসি, যাবজ্জীবন থেকে বিভিন্ন মেয়াদে যারা দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে কারাগারে আছেন তাদের মুক্তি দিতে হবে। তারা তো দায়ী নয়, তাদের ওপর দায় চাপানো হয়েছে।'' তিনি বলেন, ``আমরা যারা বিডিআর বিদ্রোহের সময়ে ঢাকার বাইরে কর্মরত ছিলাম তাদেরও অন্যায়ভাবে শাস্তি দেয়া হয়েছে। আমাকেও সাত বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। ১৮ হাজার ৫১৯ জন বিডিআর সদস্যকে বিডিআরের অভ্যন্তরীণ বিচারে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে এবং শাস্তি দেয়া হয়েছে, তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর বিস্ফোরক মামলায় এখনো যারা আটক আছে তাদের জামিন দিতে হবে।'' মো. ফয়জুল আলম বলেন, ``আমাদের যাদের অন্যায়ভাবে শাস্তি দেয়া হয়েছে, চাকরিচ্যুত করা হয়েছে তাদের দণ্ড ও শাস্তি তুলে নিয়ে চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে।

আমাদের হিসাব করে সব ধরনের সার্ভিস বেনিফিট ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।'' বিডিআর বিদ্রোহে নিহত কর্নেল কুদরত এলাহী রহমান সিদ্দিকের ছেলে অ্যাডভোকেট সাকিব রহমান গত ডিসেম্বরে ডয়চে ভেলেকে বলেন, ``আমরা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একটা মামলা করেছিলাম। তদন্তে যাদের নাম এসেছে তাদের যেন ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর প্রসিকিউট করেন।'' তবে এক প্রশ্নের জবাবে তখন তিনি বলেছিলেন, ``এই তদন্ত কমিশনের এখতিয়ার হলো মামলাটি যে পর্যন্ত হয়েছে তার বাইরে। ফলে হত্যা মামলায় যাদের দণ্ড হয়েছে যেটা নিয়ে নতুন করে কিছু করার সুযোগ নাই। কারণ তাদের অপরাধ প্রমাণিত সেটা সেভাবেই থাকবে।'' বিডিআরের সুবেদার মেজর নুরুল ইসলাম বিডিআর বিদ্রোহের সময় হত্যাকাণ্ডে বাধা দিতে গিয়ে নিহত হন। তার ছেলে আশরাফুল আলম হান্নান বুধবার ডয়চে ভেলেকে বলেন, ``স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের বলেছেন নতুন করে কোনো তদন্ত কমিশন হবে না। অন্তর্বর্তী সরকারের তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনই তারা বাস্তবায়ন করবেন। এতে আমরা আশ্বস্ত হয়েছি। কারণ নতুন কোনো জটিলতা হবে না।'' ``আমাদের কথা, যে বিচার চলছে তাতে কোনো বাধা দেয়া যাবে না। এই বিচার দ্রুত শেষ করতে হবে। আমরা বিচারের শেষ ফল দেখার অপেক্ষায় আছি। আমরা নিজেরাও ট্রাইব্যুনালে একটা মামলা করেছি। সেটা সচল করলেও আরো যারা জড়িত তাদের বিচার সম্ভব। যারা এই হত্যাকাণ্ডের মাস্টারমাইন্ড, যারা বিচারের আওতায় আসেনি, তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে যাদের নাম প্রকাশ পেয়েছে তাদের আলাদা বিচার করতে হবে।''

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

বরিশালে এজলাসে ঢুকে হট্টগোলের ঘটনায় আইনজীবী সমিতির সভাপতি আটক, বিক্ষোভ

বরিশালে আদালতের এজলাসে ঢুকে হট্টগোল, ভাঙচুরের ঘটনায় জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি সাদিকুর রহমান (লিংকন)-কে আটক করেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আজ বুধবার দুপুরে আদালত চত্বর থেকে তাঁকে আটক করা হয়। এ ঘটনার পর আদালত চত্বরে বিক্ষোভ করেন বিএনপিপন্থি আইনজীবীরা। বরিশাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সহকারী সরকারি কৌঁসুলি (এপিপি) ও জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ উদ্দিন আহমেদ ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার প্রথম আলোকে বলেন, ``আজ আইনজীবী সমিতির সভাপতিকে তার চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে গেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আটক করার কারণ জানতে চাইলে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন আদালতের বিচারক তার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।,, তিনি জানান, সমিতির সভাপতিকে আদালতের হাজতখানায় রাখা হয়েছে। এদিকে এ ঘটনার পর আদালত চত্বরে বিএনপিপন্থি আইনজীবীরা বিক্ষোভ করেন। এ সময় আইনজীবীদের `সভাপতিকে মুক্তি দিতে হবে, দিয়ে দাও,, `অবৈধ গ্রেপ্তার, মানি না মানবো না,, `জিয়ার সৈনিক, এক হও লড়াই কর, ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাদের জামিন দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল মঙ্গলবার বেলা পৌনে তিনটার দিকে বরিশাল অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন আদালতের এজলাসে ঢুকে হট্টগোল করেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতিসহ কয়েকজন আইনজীবী। তারা এজলাসে ঢুকে চিৎকার করার পাশাপাশি ভাঙচুর ও কাগজপত্র তছনছ করেন। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।

১ মিনিট ৪১ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরীয়তউল্লাহ একটি মামলার শুনানি করছেন। আদালতের সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা (জিআরও) ও আদালত পুলিশের তিন কনস্টেবল উপস্থিত আছেন। শুনানি করছিলেন দুই আইনজীবী। এর মধ্যে দরজা খুলে চিৎকার করতে করতে এজলাস কক্ষে

ঢোকেন আইনজীবী সমিতির সভাপতি সাদিকুর রহমান। তার পেছনে আরও কয়েকজন আইনজীবী কক্ষে প্রবেশ করেন। এজলাসে বসার বেঞ্চগুলো তারা হাত–পা দিয়ে ধাক্কা দিতে থাকেন এবং কাগজপত্র ছুড়তে থাকেন। সাদিকুর রহমান বিচারকের সামনে গিয়ে চিৎকার করে আঙুল তুলে কথা বলেন। তিনি বিচারকের সামনে থাকা একটি বেঞ্চে আঘাত করেন এবং বিচারকের উদ্দেশে কিছু বলতে থাকেন। পরে তারা এজলাস কক্ষ ত্যাগ করেন। এর আগে গতকাল দুপুরে আওয়ামী লীগ নেতাদের জামিন মঞ্জুর করার প্রতিবাদে চিফ মেট্রোপলিটন আদালত ও অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন আদালতের কার্যক্রম বর্জন করেন বিএনপিপন্থি আইনজীবীরা। তারা চিফ মেট্রোপলিটন আদালতের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য তালুকদার মোহাম্মদ ইউনুস গত সোমবার দুপুরে আদালতে আত্মসমর্পণের পর জামিন পান। অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরীয়তউল্লাহ তাঁর জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন। এর আগে ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশাল–৫ (সদর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জেবুন্নেছা আফরোজসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের তিন নেতা জামিনে মুক্তি পান। জামিন পাওয়া অন্য দুজন হলেন বরিশাল মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন এবং বরিশাল মহানগর যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মাহমুদুল হক খান।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

বনানী সামরিক কবরস্থানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

পিলখানা ট্র্যাজেডির শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বুধবার সকাল ১০টার দিকে বনানী সামরিক কবরস্থানে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তারা।পিলখানা ট্র্যাজেডির ১৭ বছর আজ। ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি দেশের বিভিন্ন স্থানে একযোগে তৎকালীন বাংলাদেশ রাইফেলস বিডিআর সদস্যদের বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। তবে সবচেয়ে ভয়াবহ ও নির্মম হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয় রাজধানী ঢাকার পিলখানায় অবস্থিত বিডিআর সদর দপ্তরে।৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ মোট ৭৪ জন নিহত হন সেদিন। নিহতদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন বিডিআর মহাপরিচালক শাকিল আহমেদ। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই বিদ্রোহকে অন্যতম নৃশংস ও হৃদয়বিদারক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০২.২০২৬ আসাদ)

সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে দিতেই ৫৭ সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা: ফখরুল

সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে দিতেই বিডিআর বিদ্রোহে ৫৭ সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয় বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বুধবার রাজধানীর বনানী সামরিক কবরস্থানে শহীদ সেনাদের কবরে শ্রদ্ধা জানানো শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন। জাতীয় শহীদ সেনা দিবস উপলক্ষে এ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ২০০৯ সালের এই দিনে ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ প্রায় ৭২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে হত্যা করা হয়। দিনটি আমাদের জাতির জন্য অত্যন্ত লজ্জার ও কলঙ্কজনক একটি অধ্যায় বলে আমরা মনে করি। দেশের পুরো নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়ার গভীর চক্রান্ত করা হয়েছিল এই দিনে। একইসঙ্গে ৫৭ সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছেন দেশের জনগণ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০২.২০২৬ আসাদ)

পিলখানা ট্র্যাজেডি: চোখের জলে শহীদদের শ্রদ্ধা জানালেন স্বজনরা

পিলখানা ট্র্যাজেডির শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন স্বজনেরা। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বনানী সামরিক কবরস্থানে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তারা। এ সময় স্বজনদের অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন। বিজিবি সদস্যদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া ও মোনাজাত করেন। এর আগে সকাল ১০টায় পিলখানা ট্র্যাজেডির শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ও বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও তিন বাহিনীর প্রধানসহ অন্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যারা জীবন দিয়েছেন, তারা চিরতরুণ, চিরভাস্বর। এই পিলখানা হত্যাকাণ্ড শুধু বাংলাদেশের নয়, পৃথিবীর নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের একটি। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনের মূল্য উদ্দেশ্য কী ছিল, তা জানার জন্য তৎকালীন সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেও তার ফলাফল আজও প্রকাশিত হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় জাতীয় কমিশন গঠন করা হয়, যার রিপোর্ট আমাদের সামনে এসেছে। তবে সে রিপোর্ট বাস্তবায়নে সে সরকার তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়নি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০২.২০২৬ আসাদ)

জামায়াতের ইফতারে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীঃ গোলাম পরোয়ার

জামায়াতে ইসলামীর ইফতার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সপরিবারে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এই ইফতারের দাওয়াত প্রধানমন্ত্রী আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন এবং যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। বুধবার সকালে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সরাসরি দলীয় ইফতারের দাওয়াতপত্র পৌঁছে দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।পরে প্রেস ব্রিফিংয়ে গোলাম পরওয়ার বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং ইফতারের দাওয়াত দিতে আমরা এসেছিলাম। তার সঙ্গে কুশল বিনিময় এবং পারস্পারিক আলোচনা হয়েছে। এ সময় জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমানের অসুস্থতার কথা শুনে তিনি ফোনে তার সঙ্গেও কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমাদের দাওয়াত কবুল করেছেন এবং যাবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। আমাদের আমির টেলিফোনে তাকে স্ত্রী ও সন্তান জায়মা রহমানসহ সপরিবারে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন। আমরা উভয়কেই দাওয়াতপত্র দিয়েছি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০২.২০২৬ আসাদ)

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন সামগ্রিকভাবে স্বচ্ছ, কারসাজিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্যঃ সুজন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামগ্রিকভাবে স্বচ্ছ, কারসাজিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন। সংগঠনটি বলছে, ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে অংশগ্রহণ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ভোটগ্রহণ ও ফলাফল ঘোষণার বিভিন্ন ধাপে তুলনামূলক স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা গেছে, যদিও কিছু সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। সামগ্রিক বিচারে নির্বাচনটি গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে বলে আংশিকভাবে বলা যেতে পারে, তবে পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের জন্য আরও বিশদ পর্যালোচনা প্রয়োজন।বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে `সুজন-এর দৃষ্টিতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট-২০২৬, শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে সুজনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য একরাম হোসেন এসব কথা বলেন। লিখিত বক্তব্যে একরাম হোসেন বলেন, আশার কথা হলো- নির্বাচন অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচনে বিজয়ী দলের নেতা কর্তৃক পরাজিত দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং পরাজিত দল কর্তৃক বিজয়ীদের অভিনন্দন জানানো নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠার পূর্বাভাস বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ নেওয়া বা না নেওয়া, বিষয়কে কেন্দ্র করে বিজয়ী ও পরাজিতদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ এবং ১১ দলীয় জোটভুক্ত দলগুলো কর্তৃক মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠান বর্জন নতুন শঙ্কার জন্ম দিয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা, দ্রুতই সংকট কেটে যাবে এবং আমরা সকলে মিলে গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় শামিল হবো।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০২.২০২৬ আসাদ)

রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসনের পর গ্রেফতারের দাবি নাহিদ ইসলামের

চব্বিশের জুলাইয়ে গণহত্যা ঠেকাতে কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ায় রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসনের পর গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ মো. নাহিদ ইসলাম। বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বনানী সামরিক কবরস্থানে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের শহীদদের কবর জিয়ারত শেষে এ দাবি জানান তিনি। নাহিদ ইসলাম বলেন, নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনের অন্যতম কাজ হওয়া উচিত রাষ্ট্রপতির অভিশংসনের উদ্যোগ নেওয়া। সংসদে সরকারি ও বিরোধীদলসহ সবাইকে এ বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য রয়েছে। জাতীয় ঐক্যের জায়গা থেকে এখানে কোনো বিভেদ থাকবে না। তিনি বলেন, সেই সময় রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যমতে পৌঁছাতে না পারায় রাষ্ট্রপতির পদ থেকে তাকে সরানো সম্ভব হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় থেকেই রাষ্ট্রপতি পরিবর্তনের দাবি জনগণের পক্ষ থেকে উঠে এসেছে। সে সময় রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও সংবিধান রক্ষার স্বার্থে রাষ্ট্রপতিকে পদে রাখা হয়েছিল। এখন নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ায় রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ সময়ের ব্যাপার মাত্র। আমরা সেই সময়ের অপেক্ষায় আছি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ রিহাব)

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানালেন মার্কিন কংগ্রেস সদস্য

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্য গ্রেস মেং। মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি এ অভিনন্দন জানান। বিবৃতিতে গ্রেস মেং বলেন, বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান শপথ গ্রহণ করেছেন। আমি তাকে এবং বাংলাদেশের জনগণকে তাদের সাম্প্রতিক নির্বাচনের জন্য অভিনন্দন জানাই। ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক আরও জোরদার করতে কাজ চালিয়ে যেতে আমি আগ্রহী। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বহু বাংলাদেশী গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, মানবাধিকার এবং দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী হয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। পাশাপাশি তার নির্বাচনি এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের সদস্যদের পক্ষে কাজ অব্যাহত রাখার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেন গ্রেস মেং।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ রিহাব)

বরিশালের বিএনপিপন্থি সেই আইনজীবী নেতা কারাগারে

আদালতে হট্টগোল ও ভাঙচুরের মামলায় বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি সাদিকুর রহমান লিংকনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে গ্রেফতারের পর বিএনপিপন্থি আইনজীবীদের বিক্ষোভের মধ্যে তাকে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হয়। সেখানে শুনানি শেষে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোখলেচুর রহমান বাচ্চু বলেন, আইনজীবী সমিতির সভাপতিকে মহানগর হাকিমের দ্রুত বিচার আদালতে উপস্থাপন করা হয়। শুনানি শেষে বিচারক মিরাজুল ইসলাম রাসেল তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এরপর এই আদেশের বিরুদ্ধে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জামিনের আবেদন করা হয়। বিচারক জামিন আবেদনের শুনানির জন্য ২ মার্চ দিন ধার্য করেছেন। তিনি আরও বলেন, তারা সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আদালত অনুমতি দেননি। আদেশের পর একটি প্রিজন ভ্যানে করে আইনজীবী লিংকনকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৫.০২.২০২৬ রিহাব)

১৫ মার্চের মধ্যে প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব দিতে ইসির নির্দেশ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সব প্রার্থীকে আগামী ১৫ মার্চের মধ্যে নির্বাচনি ব্যয়ের হিসাব জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বুধবার ইসির সিনিয়র সহকারী সচিব এএসএম ইকবাল হাসান স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত চিঠি সব রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪(গ) অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচিত প্রার্থীগণের নামের গেজেট প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের সব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলের বিধান রয়েছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রার্থীগণের নাম, ঠিকানা সম্বলিত গেজেট ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়েছে।চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কর্তৃক ব্যয় বিবরণী দাখিল নিশ্চিতকরণে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জারিকৃত পরিপত্র-১৮ অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া নির্ধারিত সময়ে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে দাখিলকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের স্ব-স্ব নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্নের তথ্য আগামী ২৫ মার্চের মধ্যে ইসিতে পাঠাতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৫.০২.২০২৬ আসাদ)

BBC

JAPAN TO DEPLOY MISSILES ON ISLAND NEAR TAIWAN BY 2031

Japan plans to deploy surface-to-air missiles to its remote western island near Taiwan by March 2031, its defence minister said, as regional tensions simmer. It is the first time that Japan specified a timeline for the missile deployment to Yonaguni Island since it was announced in 2022. China claims self-ruled Taiwan as its own and has not ruled out the use of force to "reunify" with it. Yonaguni is visible from Taiwan's shores on a clear day, located just 110km away. Tensions between Tokyo and Beijing have run high since November when Japanese Prime Minister Sanae Takaichi appeared to suggest that Japan would activate its self-defence force in the event of an attack on Taiwan.
(BBC News Web Page: 25/02/26, FARUK)

DRONES HAMMER SUDAN'S GOLD AND OIL ZONE - PIVOTAL NEW FRONT LINE

Intensified drone attacks on the new front line of Sudan's civil war have led to mass civilian casualties in recent weeks and are increasingly shopping the course of the conflict. The epicenter of fighting has shifted to the south-central Kordofan region since both sides consolidated their gains in the other main battlefields of this nearly three-year war. The conflict between the Sudanese regular army and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) has become one of the deadliest in Africa for civilians and shows no sign of abating despite US-led peace efforts. The near-daily drone strikes have hit targets including markets, health facilities, aid convoys and residential areas across the Kordofan region, prompting outrage from the UN and humanitarian officials. "The continued attacks by all parties on civilian objects must stop," the UN human rights chief Volker Turk said last week. He was speaking after reports that more than 50 civilians had been killed over two days in separate drone strikes in North and West Kordofan. (BBC News Web Page: 25/02/26, FARUK)

SENEGAL PM PROPOSES TOUGHER ANTI-LGBT LAW, DOUBLING PRISON TERMS

Senegal's Prime Minister Ousmane Sonko has introduced legislation that could double the maximum penalty for same-sex relations, making them punishable by up to 10 years in prison. The proposal was sent to parliament on Tuesday after cabinet approval last week, after a wave of arrests over alleged same-sex relationships, already banned under Senegal

law. Addressing lawmakers, Sonko said the bill would punish what it describes as "acts against nature" with prison sentences ranging from five to 10 years, compared with the current one- to five-year terms. "If an act is committed with a minor, it will attract the maximum penalty," he said. The bill has been criticized by rights advocates.
(BBC News Web Page: 25/02/26, FARUK)

GERMAN CHANCELLOR LANDS IN BEIJING FOR INAUGURAL CHINA TRIP

Germany's chancellor has touched down in China as German businesses sound the alarm about a yawning trade imbalance. Imports into Germany from China were more than double the value of those exported back last year - according to federal statistics. "We want a partnership with China that is balanced, reliable, regulated and fair," said Friedrich Merz, before leaving for Beijing. Merz is also expected to press China to use its influence with Moscow to help end the war in Ukraine. However, the huge trade gap looms large over these tasks as the chancellor takes along a sizeable business delegation. (BBC News Web Page: 25/02/26, FARUK)

HARRY AND MEGHAN ARRIVE IN MIDDLE EAST FOR SUMMIT ON REFUGEES NEEDS

The Duke and Duchess of Sussex have arrived in the Middle East for their first international trip together in 18 months. Prince Harry and Meghan will spend two days visiting Jordan to highlight efforts to support vulnerable communities affected by conflict and displacement. The couple, who stepped down as working royals in 2020, have travelled to Amman at the invitation of Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, director-general of the World Health Organization (WHO). Their visit comes at time of crisis for the Royal Family following the arrest of Harry's uncle, Andrew Mountbatten-Windsor, on suspicion of misconduct in public office. (BBC News Web Page: 25/02/26, FARUK)

CHILDREN AMONG 16 KILLED IN CAR CRASH IN SOUTHERN YEMEN

At least 16 people, including eight women and children, have been killed in a collision between a bus and a truck in southern Yemen, according to local authorities. The accident occurred in the Lahmar area of the Al-Mahfad district, on a key transit route linking the provinces of Abyan and Shabwa, authorities said on Tuesday. The impact of the two vehicles led to a catastrophic fire that engulfed the small bus, leaving no survivors among the passengers, Turkey's Anadolu news agency reported. (BBC News Web Page: 25/02/26, FARUK)

ISRAELI ARMY, SETTLERS ATTACK PALESTINIANS IN HEBRON AREA OF WEST BANK

A number of Palestinians have been injured in separate attacks by the Israeli army and settlers in the Hebron area of the occupied West Bank, amid an escalating wave of state-backed violence as Israel concurrently continues its genocidal war on Gaza. In ad-Dhahiriya, about 24km southwest of Hebron, Israeli forces fired live and rubber bullets as they carried out a raid on Tuesday night, security sources told the Wafa news agency. Several Palestinians were injured by rubber-croated bullets fired at their feet, the agency reported. The settlers also damaged property, setting six structures and a car on fire, sources said. (BBC News Web Page: 25/02/26, FARUK)

MILITARY GOVERNMENT AIR STRIKES KILL 17 IN WESTERN MYANMAR STATE

A military air strike by the Myanmar military in Rakhine state has killed at least 17 people and injured 14 others, local media reported, in the latest civil war carnage weeks after a military-backed governing party election win was dismissed as a "sham" by international observers. Women and children were among those killed when air strikes hit Yoengu village in Ponnagyun township on Tuesday, the Democratic Voice of Burma (DVB) said. The village lies about 33 kilometres northeast of Sittwe, the Rakhine state capital. It was captured by the Arakan Army (AA), an ethnic Rakhine armed group fighting the Myanmar military, in March 2024. The AA statements listed the names of 17 "innocent civilians", including three children, killed in the strike. It said 15 people had been wounded in the attack.
(BBC News Web Page: 25/02/26, FARUK)

:: The End ::